

46683 - তওবা কবুল হওয়া

প্রশ্ন

আমি একটি জঘন্য পাপ করছি। আমি আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করছি এবং দোয়া করছি তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। সেই গুনাহ থেকে আমার তওবা কি কবুল হবে? বিশেষতঃ আমি অনুভব করছি যেন, আমার তওবা কবুল হয়নি এবং তিনি আমার ওপর রাগান্বিত! তওবা কবুল হওয়ার কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নাসিন্দহে ভুল ও কসুর মানুষের প্রকৃতিজাত। কোন মুকাল্লাফ (শরয়্যাদায়ত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তিই আনুগত্যের ক্ষেত্রে কসুর কথিবা ভুল ও গাফলতি, নতুবা ত্রুটি ও বসিম্‌তি, নচে গুনাহ ও পাপ মুক্ত নয়। আমরা প্রত্যেকেই কসুরকারী ও গুনাহগার, ভুলকারী। কখনও কখনও আমরা আল্লাহর অভিমুখী হই; আবার কখনও কখনও পছিয়ে আসি। কখনও কখনও আল্লাহর নজরদারকি স্মরণে রাখি; আবার কখনও কখনও গাফলতি আমাদের উপর ভর করে বসে। আমরা গুনাহমুক্ত নই। আমাদের থেকে গুনাহ ঘটাই থাকে। যহেতে আমরা মাসুম বা নষিপাপ নই। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ— যদি তোমরা গুনাহ না করত তবু আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে ধ্বংস করে এমন এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে।” [সহি মুসলিম (২৭৪৯)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: “প্রত্যেকে বনী আদম গুনাহগার। আর গুনাহকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে— তওবাকারীগণ।” [সুনানে তিরমিযী (২৪৯৯), আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

দুর্বল মানবের প্রতি আল্লাহর দয়া হচ্ছে— তিনি তার জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন এবং তাকে নির্দশে দিয়েছেন তাঁর দিকে ফিরে আসার ও তাঁর অভিমুখী হওয়ার; যখনই পাপ তাকে পরাভূত করে কথিবা গুনাহ তাকে দুষিত করে। যদি এমনটি না হত তাহলে মানুষ কঠিন সংকটে পড়ে যেত, স্বীয় প্রতাপিলকরে নকৈট্য হাছলি তার হিম্মত হ্রাস পতে এবং আপন প্রভুর ক্ষমা পাওয়ার আশা ছিন্ন হত। তাই তওবা হচ্ছে—মানুষের ঘাটতি ও কসুরের অনবির্য দাবী।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহ তাআলা এ উম্মতেরে সব শ্রণীর মানুষেরে ওপর তওবা করা ওয়াজবি করে দিয়েছেন; যারা নকে কাজে অগ্রণী, যারা পরমিতি নকে আমলকারী এবং যারা পাপকাজেরে মাধ্যমে নজিদেরে ওপর জুলুমকারী সবার ওপর।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাত তোমরা সফল হও।”[সূরা নূর, ২৪:৩১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা কর।”[সূরা আত্‌তাহরীম, ৬৬:৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ওহে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তগিফার কর। নশ্চয় আমি দিনে একশবার তওবা করি।”[সহিহ মুসলিম-এ (২৭০২) আল-আগারর আল-মুযানি (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণতি]

আল্লাহ তাআলার রহমত অব্যবহিত, বান্দার প্রতি তাঁর দয়া সর্বব্যাপী। তিনি সহিষ্ণু; তাৎক্ষণিকভাবে আমাদেরকে পাকড়াও করেন না, শাস্তি দেন না, কথিবা ধ্বংস করে দেন না। বরং আমাদেরকে সময় দেন। তিনি তাঁর নবীকে নরিদশে দিয়েছেন যাত করে তিনি তাঁর মহানুভবতার ঘোষণা দেন: “বলে দিন, ‘হে আমার বান্দারা, যারা নজিদেরে ওপর বাড়াবাড়ি করেছে! আল্লাহর রহমত থেকে নরাশ হয়ে না। আল্লাহ তও সব গুনাহ মাফ করে দেন। নশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।”[সূরা যুমার, ৩৯:৫৩]

বান্দার প্রতি কটমেল হয়ে তিনি বলেন: “তবে কিতারা আল্লাহর কাছে তওবা করবে না (ফরিে আসবে না), তাঁর কাছে ইস্তগিফার করবে না (ক্ষমাপ্রার্থনা করবে না)?! আল্লাহ তও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা মায়িদা, ৫:৭৪]

তিনি আরও বলেন: “আর যত তওবা করে, ঈমান রাখে, সংকাজ করে এবং সঠিক পথে অবচিল থাকে তার প্রতি আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।”[সূরা ত্বহা, ২০:৮২]

তিনি আরও বলেন: “এবং আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফলেলে কথিবা নজিদেরে প্রতি জুলুম করে ফলেলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নজিদেরে পাপেরে জন্য ইস্তগিফার করে (ক্ষমা চায়)। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে? আর তারা জনেশুনে নজিদেরে কৃতকর্মেরে ওপর জদি ধরে থাকে না।”[সূরা আল ইমরান, ৩:১৩৫]

তিনি আরও বলেন: “যে লোক কোন খারাপ কাজ করে কথিবা নজিরে প্রতি জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।”[সূরা নসিা, ৪:১১০]

আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে জঘন্য অংশীদার স্থাপনকারী ও গুনাহকারীদেরকেও তওবা করার আহ্বান জানিয়েছেন। যারা

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বলছিলেন: ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। (অন্যায়কারীরা যা বললে আল্লাহ তাআলা তা থেকে বহু উর্ধ্বে।) আল্লাহ তাআলা তাদের প্রসঙ্গে বলছেন: “তবে কী তারা আল্লাহর কাছে তওবা করবে না (ফরিৎ আসবে না), তাঁর কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করবে না? আল্লাহ তও ক্বমালীল, পরম দয়ালু।”[সূরা মায়িদা, ৫:৭৪]

তিনি মুনাফকদের জন্মেও তওবার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন; যারা প্রকাশ্য কাফরদের চেয়েও নকিষ্ট কাফরে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুনাফকদের জায়গা হবে জাহান্নামের সর্বনম্বিন স্তরে। আর আপনি তাদের জন্ম কোন সাহায্যকারী পাবেন না; সেই সব লোক ব্যতীত যারা তওবা করে, নজিদের অবস্থা সংশোধন করে, আল্লাহকে (আল্লাহর বধিককে) আঁকড়ে ধরে এবং নজিদের ধার্মিকতাকে কেবল আল্লাহর জন্ম একনম্বিত করে; এমন লোকেরা মুমনিদের সাথে থাকবে। অচিরেই আল্লাহ মুমনিদেরকে এক মহান প্রতদিন দবেন।”[সূরা নসি, ৪:১৪৫-১৪৬]

প্রতপালকের বশেষিটয় হচ্চে তিনি তওবা কবুল করেন এবং তাঁর মহানুভবতা ও অনুগ্রহের কারণে তিনি এতে খুশি হন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তিনিহি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপসমূহ ক্বমা করেন। আর তমেরা যা কছি কর তিনি তা জানেন।”[সূরা শূরা, ৪২:২৫]

তিনি আরও বলেন: “তারা কী জানেন না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও (তাদের) দান-সদকা গ্রহণ করেন এবং কেবল আল্লাহই ক্বমালীল ও পরম দয়ালু।”[সূরা তওবা, ৯:১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদমে হামযার পতি আনাস বনি মালকে আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তমাদের কটে মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজে পয়ে যতটা খুশি হয়, নশিচয় আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবাতে এর চেয়েও বেশি খুশি হন।”[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

সহি মুসলমিরে অপর এক বর্ণনায় এসছে: “নশিচয় বান্দার তওবাতে আল্লাহ তমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি বজিন মরুর প্রান্তরে উট হারিয়ে ফেলেছে। যে উটের পঠি তার খাদ্যপানীয় ছিল। উট হারানোর কারণে হতাশ হয়ে গাছের ছায়ায় এসে শূয়ে পড়ল। এমন পরিস্থিতিতে সে হঠাৎ দেখতে পলে তার উট তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে উটের লাগাম ধরে আনন্দে উদ্বলেতি হয়ে বলতে লাগল ‘হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা আমি তমার প্রভু!’ অতি আনন্দে কারণে সে এভাবে ভুল কথা বলে ফলে।”[সহি মুসলমি (২৭৪৭)]

মুসার পতি আব্দুল্লাহ বনি কায়সে আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা রাতের বোয়ে তাঁর হাত প্রসারিত করেন দিনের বোয়ে পাপকারীর

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তওবা কবুল করার জন্য এবং তিনিদিনেরে বেলোয় তাঁর হাত প্রসারতি করনে রাতরে বেলোয় পাপকারীর তওবা কবুল করার জন্য।”[সহিহ মুসলিম (২৭৫৯)]

আব্দুর রহমানের পতি আব্দুল্লাহ বনি উমর বনি আল-খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে যে, তিনি বলেন: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল করনে যতক্ষণ পর্যন্ত না গড়গড় শব্দ (মৃত্যুর যন্ত্রণা) শুরু হয়।”[সুনানে তরিমযি (৩৫৩৭)]

দুই:

তওবার বরকত নগদ ও আসন্ন এবং দৃশ্যমান ও গোপন। তওবার সওয়াব হচ্ছে—অন্তরগুলোর পবিত্রতা, পাপসমূহের মোচন ও নকীর বৃদ্ধি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা কর। (তাহলে) হয়তো তোমাদের প্রভু তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে স্থান দবেন, যার তলদশে দিয়ে নদী প্রবাহতি। আল্লাহ সেনি নবী ও তার সঙ্গী মুমিনদেরকে লাঞ্ছতি করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবতি হবে। তারা বলবে: ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের আলো পূর্ণ করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নশিচয় আপনি সবকিছু করতে সক্ষম।’”[সূরা তাহরীম, ৬৬:৮]

তওবার সওয়াব হচ্ছে— ভাল জীবন; যে জীবন হবে ঈমান, অল্পতেষ্টি, সন্তুষ্টি, আত্মপ্রশান্তি, নশিচিন্তিতা ও নশিকলুষ হৃদয়ের ছায়ায় ধন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ইস্তিগফার কর (ক্ষমা চাও) ও তওবা কর (তাঁর দিকে ফিরে এসো)। তাহলে তিনি তোমাদেরকে এক নরিদ্ষিট সময় পর্যন্ত সুন্দরভাবে (জীবনের সুখ) ভোগ করতে দবেন এবং প্রত্যকে মর্যাদাবানকে তার (যথার্থ) মর্যাদা দবেন।”[সূরা হুদ, ১১:৩]

তওবার সওয়াব হচ্ছে— আসমান থেকে অবতীর্ণ বরকত, জমনিতে দৃশ্যমান বরকত, সন্তান-সন্ততির বৃদ্ধি, উৎপাদনে বরকত, শরীরের রোগমুক্তি, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা হুদ আলাইহিস সালাম সম্প্রক বলেন: “আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ইস্তিগফার কর (ক্ষমা চাও), তারপর তওবা কর (তাঁর দিকে ফিরে আস); তাহলে তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর বারধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দবেন। অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফরিয়ে নও না।”[সূরা হুদ, ১১:৫২]

তিনি:

যে কেউ তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করনে। তওবাকারীদের কাফলো চলমান থাকবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ঘটীর পূর্ব পর্যন্ত এ কাফলো থামবে না ।

কটে তওবা করে ডাকাতি থেকে, কটে তওবা করে যটোনাঙগরে পাপ থেকে, কটে তওবা করে মদ্যপান থেকে, কটে তওবা করে মাদকদ্রব্য থেকে, কটে তওবা করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে, কটে তওবা করে নামায না-পড়া থেকে কথিবা জামাতে হাজরি অলসতা করা থেকে, কটে তওবা করে পতিমাতার অবাধ্যতা থেকে, কটে তওবা করে সুদ-ঘুষ থেকে, কটে তওবা করে চুরি থেকে, কটে তওবা করে মানুষ হত্যা করা থেকে, কটে তওবা করে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে, কটে তওবা করে সগিরটে খাওয়া থেকে। প্রত্যেকে পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তওবাকারীকে স্বাগতম। খাঁটি তওবার মাধ্যমে সে যেনে নবজাতক শিশুর মত হয়ে গলে।

সান্নিদরে পতি সাদ বনি মালকি বনি সনান আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে এমন এক লোক ছিল যে নরিনাব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছে। সে ঐ সময়কার সবচেয়ে জ্ঞানবান ব্যক্তির অনুসন্ধান করল। তাকে একজন ধর্মযাজককে দেখিয়ে দ্যো হল। সে ধর্মযাজকের কাছে এসে বলল: আমি নরিনাব্বই জন মানুষকে হত্যা করছি; আমার জন্য কি তওবার সুযোগ আছে? ধর্মযাজক বলল: না। তখন সে উক্ত ধর্মযাজককে হত্যা করে একশজন পূর্ণ করল। এরপর সে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে আছে তার সন্ধান করল? তখন তাকে একজন ধর্মীয় পণ্ডিতকে দেখিয়ে দ্যো হল। সে (পণ্ডিতকে) বলল যে, সে একশজন মানুষকে হত্যা করেছে; তার জন্য কি তওবা করার সুযোগ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তার তওবা কবুলের পথে কে প্রতিনিধক হতে পারবে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখান থেকে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত আছে। তুমি ও তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হও এবং কখনও তোমার নিজ দেশে ফিরে যাবে না। কেননা, সেটা খুব খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত স্থানের দিকে রওয়ানা হয়ে গলে। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যুর সময় হয়ে গলে। তখন তাকে নিয়ে রহমতের ফরেশেতা ও আযাবের ফরেশেতাদের মধ্যে বতিরক দেখা দিল। রহমতের ফরেশেতারা বলল: লোকটি তওবা করে অন্তর থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। আর আযাবের ফরেশেতারা বলল: লোকটি কখনো কোন পুণ্যের কাজ করেনি। এ সময় একজন ফরেশেতা মানুষের বেশে হাজরি হল। তারা এ ব্যক্তিকে তাদের মাঝে বচিরক হিসেবে মনে নলি। তিনি বললেন: তোমরা উভয় দিকের জায়গা মপে দেখে। যে দিকের ভূমি কম হবে এ লোক তার ভাগের হিসেবে গণ্য হবে। তখন তারা জায়গা মপে দেখল যে, ঐ ব্যক্তি যে স্থানের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল সে স্থানের কাছাকাছি। ফলে রহমতের ফরেশেতারা লোকটির প্রাণ কড়ে নলি।”[সহি বুখারী ও সহি মুসলিম]

সহি মুসলিমের এক বর্ণনায় (২৭১৬) এসেছে যে, “ঐ ব্যক্তি নকেকারদের গ্রামের দিকে এক বগিত এগিয়ে ছিল। ফলে তাকে নকেকার গ্রামের অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়”।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সহিহ বুখারীর অপর এক বর্ণনায় (৩৪৭০) এসছে যে: “আল্লাহ তাআলা এ ভাগরে ভূমরি কাছে প্রত্যাদশে করলনে যে, তুমি নকিটবর্তী হয়ে যাও এবং ঐ ভাগরে ভূমরি কাছে প্রত্যাদশে করলনে যে, তুমি দূরে যাও। লোকটি বলল: তোমরা এ দুই ভূমরি মধ্যবর্তী জায়গা মপে দখে। মপে পাওয়া গলে যে, নকেকারদরে গ্রামরে দকিএ এক বগিত কাছে। তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।

সহিহ মুসলমিরে অপর এক বর্ণনায় (২৭৬৬) এসছে যে, “ঐ ব্যক্তি তার বুক দিয়ে ঐ স্থানরে দকিএ আগাচ্ছিল”।

তওবা শব্দরে অর্থ হচ্ছে—আল্লাহর দকিএ ফরিএ আসা, গুনাহ ত্যাগ করা, গুনাহকে অপছন্দ করা, নকে কাজে কসুর হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ইমাম নববী (রহঃ) বলনে: “আলমেগণ বলনে, প্রত্যকে গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজবি। যদি গুনাহটি বান্দার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে হয়ে থাকে; কোন মানুষরে হক্বরে সাথে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে সে তওবার জন্য শর্ত তনিটি: ১। গুনাহ ত্যাগ করা। ২। কৃত কর্মরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ৩। সে গুনাহতে পুনরায় লপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। যদি এ তনিটি শর্তরে কোন একটিনা পাওয়া যায় তাহলে সে তওবা শুদ্ধ হবে না।

আর যদি গুনাহটি মানুষরে সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সে তওবার জন্য শর্ত চারটি: উল্লেখিত তনিটি এবং হক্বদাররে হক্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা; যদি সম্পদ বা এ জাতীয় কিছু হয় তাহলে সেটো মালকিকে ফরিয়ে দেওয়া। আর যদি অপবাদ এবং এ ধরণরে কিছু হয় তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণরে জন্য নিজেকে তার কাছে পশে করা কথিবা ক্ষমা চয়ে নেয়ো। আর যদি গীবত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তরি কাছ থেকে মফ চয়ে নেওয়া। সকল গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজবি। যদি কউে কিছু গুনাহ থেকে তওবা করে তাহলে মুহাক্ককি আলমেদরে মতে সে যে গুনাহ থেকে তওবা করছে সে গুনাহ থেকে তার তওবা শুদ্ধ হবে এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তওবা করা বাকী থাকবে।”[সমাপ্ত]

পূর্ববক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যদি কোন তওবাকারীর ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো পূর্ণ হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তার তওবা কবুল হওয়ার উপযোগী। এরপরে তওবা কবুল হয়নি এমন ওয়াসওয়াসা বা খুতখুত রাখা উচিত হবে না। কেননা এটি শয়তানরে পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যভাবে উল্লেখ করছেন যে, একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত তওবাকারীর তওবা কবুল হয়— এ ধরণরে খুতখুত এর বিপরীত।

গুরুত্বপূর্ণ বধায় এ প্রশ্নোত্তরগুলোও পড়া যতে পারে: 624 নং।